



দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং - ২০৪৭৪/৯২ এন.এফ.এফ. অনুমোদিত

প্রধান কার্যালয় - ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা - ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স - ০৩৩-২৩২৮৩৯৮৯ ই-মেল : dmfwestbengal@gmail.com

নং- ডি.এম.এফ/প্রেস/১৪/২১

১৬ই এপ্রিল, ২০২১

শ্রী নবীন প্রকাশ,
মাননীয় অতিরিক্ত মুখ্য সচিব,
সেচ ও জলপথ দপ্তর,
'জলসম্পদ ভবন',
সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১

বিষয়ঃ নিউ দীঘায় সমুদ্রের পাড় বাঁধানোর সময় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকা রক্ষার আবেদন।

মাননীয় মহাশয়,

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার সুরক্ষায় দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম আপনার ও আপনার দপ্তরের সহযোগিতা প্রার্থনা করে।

পূর্ব মেদিনীপুর তথা দীঘার সমুদ্রতটে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা বংশ পরম্পরায় মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করেন। বর্তমানে নিউ দীঘার সমুদ্রতটে স্টেশন ঘাট, হাসপাতাল ঘাট, ঢেউ সাগর ও ওসিয়ানা অঞ্চলে প্রায় ৪০০ জন মৎস্যজীবী তট সংলগ্ন সমুদ্রে বেড় জাল দিয়ে মাছ ধরে থাকেন। এই কাজের জন্য তারা সমুদ্র তটে অস্থায়ী পালা ঘর বাঁধেন এবং সমুদ্রের পাড় থেকে জলে নৌকা নামানো-ওঠানোর কাজ করেন। সম্প্রতি সেচ ও জলপথ দপ্তর দীঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে নিউ দীঘায় সমুদ্রের পাড় বাঁধানোর কাজ করছে। এই কাজের ফলে উপরোক্ত ৪০০জন মৎস্যজীবীর জীবিকা নষ্ট হওয়ার সমূহ আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পালাঘরগুলিকে উচ্ছেদ করলে এবং বাঁধানো পাড়ে নৌকা উঠানো-নামানোর জায়গা না রাখলে মৎস্যজীবীরা মাছ ধরবেন কিভাবে?

উল্লেখ্য যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দ্বারা চিরাচরিত মৎস্য শিকার এবং তার সাথে যুক্ত ক্রিয়াকলাপ উপকূলীয় নিয়ন্ত্রিত এলাকা বিজ্ঞপ্তি ২০১৯ অনুমোদিত। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের শাখা সংগঠন 'পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম' এই বিষয়ে দীঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদে ইতিমধ্যে ডেপুটেশন দিয়েছে এবং স্মারকলিপি মেমো নং - dmfwestbengal@gmail.com Dt.22.01.2021 (প্রতিলিপি সংযোজিত হল) পেশ করেছে।





দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং - ২০৪৭৪/৯২ এন.এফ.এফ. অনুমোদিত

প্রধান কার্যালয় - ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা - ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স - ০৩৩-২৩২৮৩৯৮৯ ই-মেল : dmfwestbengal@gmail.com

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অনুরোধ -

- ১। সমুদ্রের পাড় বাঁধানোর সময় মৎস্যজীবীদের দ্বারা ব্যবহৃত উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে নৌকা উঠানো-নামানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- ২। সমুদ্রতটে মৎস্যজীবীদের অস্থায়ী পালাঘর বাঁধবার ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- ৩। সমুদ্রতটে নির্বিঘ্নে নৌকা ও জাল রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

আপনার পক্ষ থেকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রত্যাশায় -

আপনার বিশ্বস্ত,

প্রদীপ চ্যাটার্জী

সভাপতি,

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম



PURBA MEDINIPUR MATSYAJIBI FORUM

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবি ফোরাম

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবি ফোরাম (রেঃ জিঃ নং- ২০৪৭৪/৯২) এর শাখা

মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া বিষয়ে

স্মারকলিপি

মেমো নং- PMMF/D/101/21

প্রতি

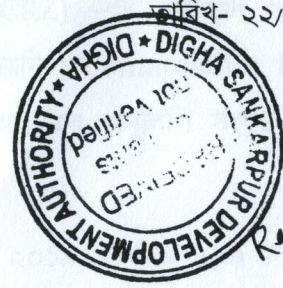
মাননীয় কার্যনির্বাহী আধিকারিক,
দীঘা শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদ
দীঘা, পূর্ব মেদিনীপুর।

মহাশয়,

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবি ফোরাম জেলার ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের সংগঠন। ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবন এবং জীবিকার স্বার্থে সংগঠন কাজ করে আসছে। একদিকে সমুদ্রে মাছের আকাল ও অন্যদিকে পর্যটন শিল্পের অনিয়ন্ত্রিত ও বিশৃঙ্খল বৃদ্ধির ফলে, এলাকার ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবিকাচ্যুতি ও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এছাড়াও, দীঘা শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত এলাকার ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের আরও বেশ কয়েকটি সমস্যা রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, আপনি মৎস্যজীবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সংবেদনশীল হলে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা তাঁদের জীবন-জীবিকার সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবে। মৎস্যজীবীরা যাতে তাঁদের প্রাপ্য ও ন্যায্য অধিকার পান তার জন্য নিম্নের দাবিগুলি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি।

১। CRZ বিজ্ঞপ্তিতে মৎস্যজীবীদের গৃহনির্মাণে ছাড় থাকা সত্ত্বেও রামনগর-২ ব্লকের কালিন্দী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ৫টি মৌজায় CRZ-এর বিধিনিষেধ দেখিয়ে সরকারি আবাসন প্রকল্পের কাজ বন্ধ থাকার কারণে মৎস্যজীবীরা সরকারি আবাসন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই বিষয়ে আশু হস্তক্ষেপ দাবি করছি।

রামনগর-২ ব্লকের অন্তর্গত ৮নং কালিন্দী গ্রাম পঞ্চায়েত একটি সমুদ্র উপকূলবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েত। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ৫টি মৌজা, যথা দক্ষিণপুরুষোত্তমপুর, শিলামপুর, মান্দারমণি, দাদনপাত্রবাড় ও সোনামুই, সমুদ্র উপকূল এলাকায়, তট ও তট-সল্লিকটে অবস্থিত। এই এলাকাগুলিতে সরকারি আবাসন প্রকল্পের বেশ কিছু পরম্পরাগত ক্ষুদ্র সামুদ্রিক মৎস্যজীবী ও মৎস্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত মানুষ বাসগৃহ নির্মাণ ও বিধিবদ্ধ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। উল্লেখ্য, এই সব মানুষ অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদশ্রেণির



তারিখ- ২২/০১/২০২১

অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবী এবং সরকারি আবাসন প্রকল্পের উপভোক্তা তালিকায় এঁদের নাম থাকা স্বত্বেও এঁরা বঞ্চিত হয়ে আছেন। ‘তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫’ মোতাবেক জন তথ্য আধিকারিক, রামনগর-২ ব্লক কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জন তথ্য:-

- রামনগর -২ ব্লকের অন্তর্গত কালিন্দী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন নিম্নোক্ত মৌজাগুলির জন্য আবাসন প্রকল্পের কাজের অনুমতি নেই। মৌজাগুলি হল- ক) দক্ষিণপুরুষোত্তমপুর (খ) শিলামপুর (গ) মান্দারমনি (ঘ) দাদনপাত্রবাড় (ঙ) সোনামুই।
- মৌজাগুলি Coastal Regulation Zone Notification (CRZ) –এর অন্তর্ভুক্ত এবং এখনো অবধি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সীমানা চিহ্নিতকরণ করা হয়নি (“demarcation is yet to be done by competent authority”)। (আরটিআই-এর অনুলিপি সংযুক্ত করা হল, Annexure-1)

উপরিউক্ত বিষয়ে আমাদের দাবি: কোস্টাল রেগুলেশন জোন ২০১৯ বিজ্ঞপ্তির ৭(৬) ধারা অনুসারে কোস্টাল রেগুলেশন জোন এলাকায় ৩০০ বর্গমিটার ক্ষেত্রফল অবধি আয়তনের বাসগৃহের ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীসহ পরম্পরাগত উপকূলবাসীদের গৃহনির্মাণ ও মেরামতির অধিকার রয়েছে। এই ক্ষেত্রে, আপনাদের বিবেচনা সাপেক্ষে উপরিউক্ত উপভোক্তাগণ ৩০০ বর্গ মিটার অবধি আয়তনের সরকারি গৃহনির্মাণ প্রকল্পের সহায়তা পাওয়ার যোগ্য। এই কারণেই আমরা পরম্পরাগত উপকূলবাসীদের অধিকার ও ভোগদখলের স্বত্ব বিবেচনা করতে এবং তারা যাতে আইন অনুসারে তাদের বাসস্থান নির্মাণে সরকারি সহায়তা পেতে পারে তার জন্য আপনার আশু হস্তক্ষেপ দাবি করছি। (প্রাসঙ্গিক বিধির প্রতিলিপি সংযোজিত হল; Annexure-2)

২। দীঘা সংলগ্ন এলাকার ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীরা যাতে তাঁদের কারবার সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন তার জন্য আবেদন।

দীঘার সঙ্গে মৎস্যজীবীদের সম্পর্ক বহু পুরোনো। পর্যটনশিল্পে দীঘার নাম যুক্ত হওয়ার পূর্বেই এই এলাকায় বসবাসকারি জনগোষ্ঠী মৎস্য আহরণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও আছেন। এঁরা প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবী। এই সব মৎস্যকর্মীরা দীঘার ঘাটগুলিতে অস্থায়ী পালা ঘর তৈরি করতেন। মৎস্য আহরণের পূর্বে ও পরবর্তী সময়ে অস্থায়ী পালা ঘরে বিশ্রাম নিতেন। সমুদ্রে মাছের আকাল এবং দীঘার পর্যটন শিল্পের প্রসারের ফলে স্থানীয় মৎস্যজীবীরা তাঁদের জীবিকা হারাচ্ছেন। বহু মৎস্যজীবী তাঁদের জীবিকা হারিয়েছেন। বর্তমানে ১০টি মাছ ধরা নৌকা বিভিন্ন ঘাটে রয়েছে (স্টেশন ঘাট-২, হাসপাতাল ঘাট-৩, ডেউ সাগর-৩, ওসিয়ানা-২)। প্রত্যেকেই বেড় জাল (Shore seine) দিয়ে মাছ ধরেন। প্রায় ৪০০ জন মৎস্যকর্মী সরাসরি যুক্ত রয়েছেন।

উপরিউক্ত বিষয়ে আমাদের দাবি:

ক। দীঘার ভাঙন রোধ এবং সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমুদ্রের পাড় বাঁধানোর ফলে নৌকা সমুদ্রে নামানো এবং ওঠানোর সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। সমুদ্রে নৌকা ওঠানো এবং নামানোর জন্য নির্দিষ্ট পথ তৈরি করে দেওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

খ। সমুদ্রের পাড়ে নৌকা এবং জাল যাতে নিরাপদে রাখা যায় তার জন্য প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ। পূর্বের ন্যায় মৎস্যকর্মীরা যাতে অস্থায়ী পালা ঘর করতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

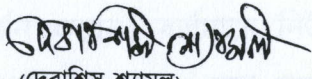
ঘ। কখনো কখনো মাছ বিক্রির সময় পুলিশকর্মীরা এসে বাধা সৃষ্টি করেন। বিনা বাধায় যাতে মাছ বিক্রি করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ। দীঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত যেসব মৎস্য খটি গুলি রয়েছে সেগুলির মানচিত্রে চিহ্নিত করন। এবং খটিগুলির মৎস্যজীবীরা খটি কারবার সুষ্ঠু ভাবে করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন।

চ। দীঘা, শংকরপুর, তাজপুর এবং মান্দারমণি সহ আশপাসের হোটেলের বর্জ্য ও দূষিত জল যাতে সরাসরি সমুদ্রে না পড়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পলিব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে এবং তার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মহাশয়, আমরা আশা করি ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে আপনি অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদান্তে-

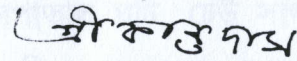


(দেবাশিস শ্যামল)

সভাপতি

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম

(ডি এম এফ-এর শাখা)

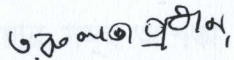


(শ্রীকান্ত দাস)

সাধারণ সম্পাদক

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম

(ডি এম এফ-এর শাখা)

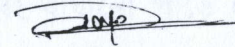


(তরুলতা প্রধান)

সম্পাদক

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

(ডি এম এফ-এর শাখা)



(তমাল তরু দাস মহাপাত্র)

সভাপতি

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

(ডি এম এফ-এর শাখা)